সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
- সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
- প্রোগ্রামার
- মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
- সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
- নথি

ডাইরি নং.....
তারিখ.....০৭/০৯/২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এমআরটি অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.২০-২৭২

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৮ / ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (জিআরএস) সংক্রান্ত আগস্ট/২০২১ মাসের তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.২২২.০৩৫.১৫-০৫ তারিখ: ০৭/০১/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ বিভাগে আগস্ট/২০২১ মাসে এ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মোট ৬টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। ৬টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ৪টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ১টি বিআরটিএ এবং ১টি বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে ২টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ১টি বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট। অবশিষ্ট (৬-৩)=৩টি অনিষ্পন্ন অভিযোগের মধ্যে সওজ-এর ২টি, এবং বিআরটিএ'র ১টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৭/৯/২১

মোঃ আনিসুর রহমান
যুগ্ম সচিব
ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, জিআরএস
ফোন: ৯৫৭৫৫১৯

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ উপসচিব, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা)

অনুলিপি:

০১। সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।
০৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

<u>অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন</u>

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
মাসের নাম : আগস্ট/২০২১

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০% (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬				৬	-	**১. (ID-10286)** রুপসা ব্রিজ এবং তার আশে পাশে বালির ব্যবসা, ব্রিজের ক্ষতিসাধন সহ আশে পাশের রাস্তা ভেঙ্গে, ব্রিজের নিচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সহ ধুলাবালির স্তুপ, বঙ্গবন্ধুর ছবি বিকৃতি ও আত্নপ্রচারনা যা পুরো এলাকার সৌন্দর্য নষ্ট করেছে। **জবাব:** প্রেরিত ছবিতে আশে-পাশের যে অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা এলাকা দেখানো হয়েছে তা বিগত চলমান বর্ষার সময় তোলা। এখানে উল্লেখ্য যে, রুপসা সেতু KPI-ভূক্ত একটি স্থাপনা। প্রতি ছয়মাস পর পর উক্ত KPI কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় CTSB, DGFI, NSI এবং RHD-এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। উক্ত সভায় ব্রীজ এবং KPI অধিভূক্ত আশেপাশের নিরাপত্তা নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে রুপসা সেতুর দুইপার্শ্বে Approach Road এবং উক্ত সেতুর নীচে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম একটা চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে চলমান Covid-19 পরিস্থিতির কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম আপাততঃ প্রতিনিয়ত করা সম্ভব হচ্ছে না। রুপসা সেতুর নীচ দিয়ে রুপসা নদী প্রবাহমান থাকায় উক্ত নদীর বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধ বালু তোলা হচ্ছে এবং বালুর ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে যেটা নদীর পাড়ের সাধারণ চিত্র। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা রুপসা সেতুর নীচে সওজ-এর অধিগ্রহণকৃত জায়গা ছাড়াও রুপসা নদীর বিভিন্ন স্থানে এবং অন্যান্য সরকারী Agency সমূহের সড়কেও অবৈধ বালু তুলছে এবং বালু ব্যবসা পরিচালনা করছে। অবৈধ বালু তোলা এবং বালু ব্যবসা বন্ধের জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক, খুলনা-কে লিখিতভাবে জানানো হয়। যা ২০২১ সালের গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত KPI সভার একটি সিদ্ধান্ত ছিল। ইতিমধ্যে রুপসা সেতুর নীচে খালি জায়গায় Barrier Wall নির্মণ করা হয়েছে (ছবি সংযুক্ত), যাতে কোন যানবাহন বা জনসাধারণ অবাধে নীচে যাতায়াত করে ব্রীজের ক্ষতিসাধন না করতে পারে এবং উক্ত সেতুর নীচ সওজ-এর আওতাভূক্ত Service Road মেরামত করার জন্য PMP (Major) এবং PMP (Minor)-এর আওতায় কাজ করা হয়েছে। চলতি বছরেও এধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া উক্ত এলাকায় সওজ-এর সীমানার মধ্যে Landscape সহ সৌন্দর্যবর্ধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে অত্র এলাকার ধুলা-বালি অপসারন করা হবে এবং সর্বদা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ছবিটি স্থানীয় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩১ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে (ছবি সংযুক্ত)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছবিটি যাতে বিকৃত এবং আত্মপ্রচারনামূলক কাজে ব্যবহার না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে এবং জাতির পিতার সম্মান সমুন্নত রাখার জন্য সওজ-এর পক্ষ থেকে সুন্দরভাবে বঙ্গবন্ধুর ছবি উক্ত স্থানে প্রতিস্থাপন করা হবে।			১০০%

মোঃ আনিসুর রহমান
যুগ্মসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

						২. (ID-10313) গত ১৩ ইং তারিখে রংপুর হতে পিরোজপুর গামী বিআরটিসি বাসে দেখতে পেলাম যে ড্রাইভার অই দিন পিরোজপুর-পঞ্চগড় হয়ে সন্ধায় রংপুরে বাস নিয়ে এসে আবার সেই একই ড্রাইভার সেই বাস নিয়ে পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে তখন সেই ড্রাইভারকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেই সে আক্রমনাত্তক ভঙ্গিতে তেড়ে আসে!! পরপর দুটি ট্রিপ মানে টানা ৬ দিনের বাস চালকের হাতে এতগুলো প্রাণ সত্যিই হুমকির সম্মুখীন। বাস ডিপো থেকে তার নাম শামীম বলে নিশ্চিত হয়েছি এবং তারা বলছে এক্ষেত্রে তাঁদের কিছু করার নেই! বিশ্রাম ছাড়াই একজন ড্রাইভার ডাবল ট্রিপ ডিউটি করছে এতে আমাদের জানমালের নিরাপত্তার কথা বলতেই ডিপো থেকে বলা হয় এই ড্রাইভের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলনো বা প্রতিবাদ না করার কারনেই এমন একটা স্বেচ্ছাচারী মনোভাব চলে এসেছে! ২০২১ সালে এসে এটা সত্যিই এক বড় বিস্ময় যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগেই ৮ ঘণ্টার বেশি ডিউটি না করার কথা বলেছেন, অথচ খোদ বিআরটিসি'র মত সরকারি প্রতিষ্ঠান শামীম নামক এক ড্রাইভারের কাছে অসহায় যেখানে আমাদের জানমালের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। **জবাব:** প্রাপ্ত GRS ১০৩১৩ নম্বর অভিযোগের প্রেক্ষিতে রংপুর বাস ডিপোর ইনচার্জ কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যার আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৬০১৭ রেজিঃ নম্বর এসি বাসটি গত ২২/০৭/২০২১ তারিখ দূর্ঘটনা কবলিত হয়। পরবর্তীতে গত ১১/০৮/২০২১ তারিখ পঞ্চগড়-পিরোজপুর-নৈশ রুটে চালক-সি, জনাব মোঃ শামীম হোসেন মৃধা'কে ডিউটিতে নিয়োজিত করা হলে গত ১৩/০৮/২০২১ তারিখ ডিউটি শেষ করে তার রিলিভার চালক, জনাব মোঃ নাজিদুল ইসলাম এর ডিউটিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চালক-সি, জনাব মোঃ নাজিদুল ইসলাম গত ২২/০৭/২০২১ তারিখ বর্নিত বাস দূর্ঘটনার কারণে তার শারিরীক ও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক না থাকায় তিনি ডিউটিতে উপস্থিত হতে পারেননি, বিধায় পুনরায় পূর্বের চালক, জনাব মোঃ শামীম হোসেন মৃধা এর সম্মতিতে ডিউটি করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে রংপুর বাস ডিপো ইনচার্জ কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পঞ্চগড়-পিরোজপুর রুটে আসা-যাওয়া, ২ট্রিপে ২জন ভিন্ন চালকের পরিবর্তে ঘটনাক্রমে তিনি একই চালক দিয়ে রুট পরিচালনা করেছেন। রুটটি দীর্ঘতর হওয়ায় বিষয়টি জনস্বার্থে এবং সরকারি স্বার্থে সঠিক হয়নি বলে বিবেচিত হয়। এক্ষনে এরুপ ঘটনা পুনরায় না হওয়ার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে রংপুর বাস ডিপোর ইনচার্জকে শোকজ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রধান দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। আগামীতে এরুপ ঘটনা না ঘটে-সেবিষয়ে সু-দৃষ্টি রাখা হবে। বিষয়টি অভিযোগকারীর ই-মেইলে প্রেরণ করা হ'ল। ৩. (ID-10339) From the **finishing line of N8 highway to Mawa Chourasta** (nearly 1 km road) there are number of **speed breakers without highlighted**. Those speed breaker are not visible for the vehicles. This two way road one of the busiest road of our country connected with Mawa ferry ghat. Number of accidents happened and also happening. I attached a pdf file with this mail as pictures of problem. **জবাব:** অভিযোগে বর্ণিত সড়কাংশ মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন নহে তথা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। উক্ত সড়কাংশ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। আপনাকে সেতু বিভাগে যোগাযোগের অনুরোধ করা হল।			

মোঃ আনিসুর রহমান
যুগ্মসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার